গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৪)
৩৭/৩/এ, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড (ইস্কাটন গার্ডেন), রমনা, ঢাকা-১০০০।

প্রেস রিলিজ

স্ব-প্রণোদিত মামলা নং- ১১/২০২২

মামলার বিষয় : পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে অস্বাভাবিকভাবে ভোজ্যতেলের মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন, সরবরাহ, বাজার বা সেবার সংস্থানকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করা।

মামলার ধারা : প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) ও দফা (খ) লঙ্ঘন।

চূড়ান্ত আদেশের তারিখ : ২৯/০৪/২০২৬

প্রতিপক্ষ : শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, টিকে ভবন (২য় তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ফেব্রুয়ারি-মার্চ/২০২২ সময়ে মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত জাতীয় ভোক্তা অধিকার-সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তারা মোট ৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরবরাহ সংকট ও এস.ও. (S.O.) সংক্রান্ত অনিয়মের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধির প্রমাণ পায় এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ০৩ সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়। উক্ত অনুসন্ধান দল ৫ টি প্রতিষ্ঠান (গ্লোব এডিবল অয়েল লি:, সিটি এডিবল অয়েল লি:, মেঘনা ও ইউনাইটেড এডিবল অয়েল লি:, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লি: এবং বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড) কর্তৃক কারসাজিপূর্বক বাজারে ভোজ্যতেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ সীমিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১), (২)(ক)(অ) এবং (২)(খ) লংঘনের প্রাথমিক সত্যতা পায়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর অধীনে মামলা রুজু করা হয়। পরবর্তীতে কমিশনের নিজস্ব অনুসন্ধান ও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর অধীনে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিম্নরূপ:

(১) শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর মেয়াদোত্তীর্ণ সরবরাহ আদেশ (Supply Order) সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। অত্যাবশকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ- ৯ (৩) অনুযায়ী, এস.ও (S.O.) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন হবে, যা কোনভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সরবরাহ আদেশের বিপরীতে কোন পণ্য সরবরাহ করা যাবে না। এস.ও (S.O.) সমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর উক্ত এস.ও (S.O.) সমূহের বিপরীতে ভোজ্যতেল সরবরাহ করায় শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও এস.ও (S.O) ধারীদের মধ্যে পরোক্ষ চুক্তির মাধ্যমে যোগসাজশ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এস. ও (S.O.) সমূহের বিপরীতে ভোজ্যতেল সরবরাহ না করায় বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ভোজ্যতেলের সরবরাহ এবং বাজার সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) লঙ্ঘনের সামিল।

(৩) কৃত্রিম সংকটের কারণে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভোজ্যতেলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এস.ও (S.O) ধারীগণ একই এস.ও (S.O.) একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হাত বদল করেছেন। প্রত্যেক এস.ও (S.O) ক্রয়কারী লাভের আশায় মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে বিধায় প্রত্যেকবার মূল্য বৃদ্ধির ফলে একই এস.ও (S.O.) তে ভোজ্যতেলের মূল্যও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর লংঘনের সামিল। উপরন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখে এস.ও.-তে ভোজ্যতেল সরবরাহ ও মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বা পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি।

অর্থাৎ, শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫ (১), ধারা ১৫ (২) (ক) (অ) এবং ধারা ১৫ (২) (খ) লংঘনের অভিযোগ আনা হয়।

অভিযোগের সময়কাল: তদন্ত প্রতিবেদনে অপরাধ সংঘটনের সময়কাল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল।

কমিশনের পর্যালোচনা:

কমিশনের নিকট বিবেচ্য বিষয় নিম্নরূপ:
(ক) বিবেচ্য সময়ে প্রতিপক্ষ কর্তৃক উৎপাদন সীমিত করা হয়েছিল কিনা?
(খ) বিবেচ্য সময়ে প্রতিপক্ষ কর্তৃক সয়াবিন তেলের বাজারে সরবরাহ সংকট তৈরী করা হয়েছিল কিনা?
(গ) বিবেচ্য সময়ে সরবরাহকারীগণ এবং এস.ও ধারীগণ যোগসাজশক্রমে মূল্য বৃদ্ধি করেছিল কিনা?

শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য ও বিবরণী পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারি/২০২২ ও মার্চ/২০২২ মাসে তারা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৫৬.৩৫% উৎপাদন করেছে। একই সময়ে সমজাতীয় অন্যান্য ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন সক্ষমতার ৩৯.০৬% থেকে ৮৪.৬১% ব্যবহার করেছে। সয়াবিন তেল উৎপাদনকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ একইসঙ্গে বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তাদের উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহার না করে একযোগে উৎপাদন সীমিত করেছে, পক্ষান্তরে একই সময় শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাজারে সরবরাহও কমিয়ে দেয় এবং তাদের কারখানায় অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের ব্যাপক মজুদ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে পবিত্র রমজান ও মে মাসে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপিত হয়। ফলে এ সময়ে তেলের চাহিদা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: সহ অন্যান্য প্রধান সয়াবিন তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন ও সরবরাহ হ্রাস করে। ফলে বাজারে তেলের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। টিসিবির সূত্র থেকে দেখা যায় যে, জানুয়ারি/২০২২ মাসের তুলনায় মে/২০২২ মাসে খোলা সয়াবিন তেলের ও বোতলজাত সয়াবিন তেলের মূল্য যথাক্রমে ২২.৪৭% ও ২৬.৬৭% বৃদ্ধি পায়। এ মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। অন্যদিকে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে সয়াবিন তেল উৎপাদনকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে তাদের উৎপাদন হ্রাস এবং বাজারে সরবরাহ সীমিত করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের এস.ও (সাপ্লাই অর্ডার) ধারীগণও সরবরাহ সংকটের সুযোগে একাধিকবার তাদের এস.ও. হাত বদল করেছেন এবং প্রত্যেক পর্যায়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক সময় প্রতিপক্ষ এস.ও সমূহের বিপরীতে নির্ধারিত সময়ে পণ্যও সরবরাহ করেনি ফলে বাজারে সরবরাহ সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

মতামত:

অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের উপর প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের লিখিত জবাব, শুনানীতে উপস্থাপিত যুক্তি তর্ক এবং আইনের বিচার বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে কমিশনের নিকট এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: অপরাধ সংঘটনের সময়কালে (০১/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২২) ভোজ্যতেলের উৎপাদন ও সরবরাহ সীমিত করেছে এবং সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও এস.ও (সাপ্লাই অর্ডার) ধারীগণের সাথে যোগসাজশ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছে, ফলে ভোজ্যতেলের মূল্য স্বল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) ও দফা (খ) এর লঙ্ঘন প্রমাণিত হওয়ায় একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কমিশনের আদেশ:

শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরের (২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২) নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে উল্লিখিত গড় বার্ষিক টার্নওভারের ভিত্তিতে এবং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা কমিশনে এটিই প্রথম মামলার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি:-কে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২০ মোতাবেক নির্দেশনাসহ ৩২,৪৪,০০,০০০ (বত্রিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা করা হয়। চূড়ান্ত আদেশ ঘোষণার পরবর্তী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত আর্থিক জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক আপিল বা আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

২৭/৬/২৩

মাহবুবুর রহমান খান
সচিব (উপসচিব)
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন